সংবাদ

তারিখ ... 22 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংকট নেই

রাকিব উদ্দিন

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে কোন আসন সংকট নেই। তবে মানসম্মত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও সরকারি কলেজে ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের। গত বুধবার প্রকাশিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে সাত লাখ ২১ হাজার ৯৭৯ জন ছাত্রছাত্রী। আর নতুন সেশনে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে অনার্স ও ডিগ্রিতে (পাস কোর্স) ভর্তিযোগ্য আসন আছে প্রায় নয় লাখ। এরমধ্যে প্রায় ৬ লাখ আসনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। আর ২০১০-১১ সেশনের হিসেবে ১৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিযোগ্য আসন আছে ২ হাজার ৩৯৪টি, ৪১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৩ হাজার ৫৫টি, সরকারি-বেসরকারি ১৪টি ডেন্টাল কলেজে ৯১০টি এবং ১৬টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজিতে (বিআসসি) ১ হাজার ৬২টি আসন শূন্য আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

অনার্স ও ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তিযোগ্য আসন ৯ লাখ

এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে অতীতে কোন কালেই আসন সংকট হয়নি। এবারও হবে না। তবে উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের জন্য সারাবিশ্বেই শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। পর্যাপ্ত আসন আছে জানিয়ে তিনি বলেন, পাবলিক ও প্রাইভেট প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়মিত কোন না কোন নতুন বিভাগ চালু হচ্ছে। এতে আসন সংখ্যাও বাড়ছে। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজে প্রতিবারই অসংখ্য আসন শূন্য থাকে। তাই আসন সংকটের কোন সম্ভাবনা নেই বলেও শিক্ষামন্ত্রী জানান।

দশ শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) পেয়েছে ৬১ হাজার ১৬২ জন শিক্ষার্থী। তাদের ভালোমানের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেতে তীব্র প্রতিযোগিতার উচ্চশিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

উচ্চশিক্ষা : প্রতিষ্ঠানে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্মুখীন হতে হবে। তবে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, আর্থিক দুরবস্থা, যোগাযোগ সমস্যাসহ নানা কারণে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত অনেক শিক্ষার্থীই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয়ে মফস্বল কিংবা জেলা পর্যায়ের কলেজেই ভর্তি হয়ে থাকে।'

এছাড়া ঢাকা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট শাহজালাল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটি প্রকৌশল ও টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির তেমন প্রতিযোগিতাও হয় না। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রায় অর্ধশত কলেজ ও ৫/৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ২০১০ সালের হিসেবে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন আছে ৩৫ হাজার ৯৮০টি। এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে ৩৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন আছে প্রায় ৪০ হাজার। ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন আছে প্রায় দুই লাখ। তবে কিছু বিতর্কিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবারই ইচ্ছামতো শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। এছাড়া এবার সরকার নতুন করে আরও আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে। এগুলোতেও কিছু শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে।

জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন (স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিষয়ক ফুল অনুষদ) ড. মোবাশ্বেরা খানম গতকাল শনিবার সংবাদ'কে বলেন, '২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪২০টি কলেজে অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়েছে ২ লাখ ৯২ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী। এবার নতুন করে আরও কিছু কলেজে অনার্স পাঠদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে'।

তিনি জানান, 'ডিগ্রি পাস কোর্সে আসন সংখ্যা আনলিমিটেড (অনির্দিষ্ট)। এবার সরকারি-বেসরকারি প্রায় ১৬শ কলেজে কমপক্ষে তিন লাখ শিক্ষার্থী ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবে'। তবে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানায়, ডিগ্রি পাস কোর্স তিন বছর মেয়াদি করায় শিক্ষার্থীরা এখন আর পাস কোর্সে পড়তে চায় না। কিন্তু অনার্স কোর্সে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে পাস কোর্সে ভর্তি হতে বাধ্য হয় তারা।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী সংবাদ'কে জানান, 'দ্বিতীয় ব্যাচে এবার পাঁচটি বিষয়ে অনার্স কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। বিষয়গুলো হলো রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাস'। তিনি বলেন, 'প্রতি বিষয়ে কমপক্ষে ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়া হবে'।